

প্রকাশ : ৭ এপ্রিল, ২০১৬ ১৮:১৫

# শুষ্ক বৈষম্যে এলইডি চিপ তৈরিতে উৎসাহ হারাচ্ছেন উদ্যোক্তারা

শুধু এলইডি বাস্ব ব্যবহারের মাধ্যমেই বিপুল পরিমান বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব। কিন্তু সরকারের শুষ্ক নীতির কারণেই এ সেক্টরটি বিকাশ লাভ করতে পারছে না। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও আমদানিকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়কে ততটা দেওয়া হচ্ছে না। এ কারণে একটা এলইডি বাস্বের দাম এখনও দুইশ' টাকার বেশি। অথচ, একটা সনাতনি ১০০ ওয়াটের ইনসেনডিসেন্ট বাস্ব যে আলো দেয়, সেই আলোর জায়গা পূরণ করতে পারে মাত্র ৩ ওয়াটের একটি এলইডি বাস্ব।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি (লাইট ইমেটিং ডায়োড) বাস্ব তৈরির প্রধান উপকরণ এলইডি চিপ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় আটটি উপকরণ। উপকরণগুলো হচ্ছে- লিড ফ্রিম, ফসপর, ক্যারিয়ার টেপ, প্লাস্টিক রীল, কভার টেপ, গোল্ড ওয়্যার, ডাই এ্যাটাচ মেটেরিয়াল বা এ্যাডহেসিভ এবং রেসিন। সম্পূর্ণ তৈরি এলইডি চিপ আমদানি করতে ৩০ দশমিক ৭৯ শতাংশ কর দিতে হয়। আর এই চিপ দেশেই উৎপাদন করতে যে আট ধরনের কাঁচামাল লাগে সেগুলো আমদানিতে শুষ্ক দিতে হয় ৩৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ থেকে ১৩০ দশমিক ২৬ শতাংশ পর্যন্ত। এই উৎপাদনবিমুখ শুষ্ক বৈষম্যই দেশে এলইডি চিপ তৈরির কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। অনেক উদ্যোক্তার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে গড়ে উঠছে না এলইডি চিপ তৈরির কারখানা। ফলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে হাই-টেক শিল্পে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ।

ভারতে এলইডি চিপ তৈরির কারখানা স্থাপনে উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করতে কাঁচামাল আমদানিতে শুষ্ক সহযোগিতা দিয়েছিল সরকার। ফলে, উচ্চ প্রযুক্তির এলইডি পণ্য উৎপাদনে ভারত এখন অনেক এগিয়ে গেছে।